বিষাদ
রমেন আচার্য

আমি কী বিষাদ ফেরি করি?
যারা সুখে আছে, তাদের নম্র সোফার গদিতে
ছারপেকা ছেড়ে দিয়ে আসি?
সত্যি কী কৌতুকের ছলে, আমার অচেনা গভীর থেকে
ঈর্ষার ছুরি উঠে আসে।
এতটাই নীচতা এসে কবিতার নিষ্পাপ শব্দের বুকে
বিষ ঢুকিয়েছে?
বিনিদ্র রাত্রে দেখি কবিতার খাতা দূরে
অপরাধী হয়ে পড়ে আছে?
আমার ভিতরে যে অন্য আমি চিরকাল আড়ালে থেকেছে,
সে হঠাৎ সামনে এসে বলে –
বিষাদকে আমি ডেকে আনি, যাতে
ঘিরে ফেলা বিষাদ – আঘাতে বহির্মুখী মত্ততাগুলি
নিজের গভীরে ফিরে খুতু হয়ে বসে।
যাতে তার তৃষ্ণার্ত শিকড়
ধীরে ধীরে নেমে যায় নিজেরই ভিতর।

সেখানে নীরব বীণা আঙ্গুলের স্পর্শ পেতে
কতকাল একা জেগে আছে।

অন্য রামায়ণ
বিপ্লব মাজি

আমিও ভিখিরি হতে পারি,
যদি তুমি ভিক্ষে দাও
গন্ডির বাইরে নেমে এসে।
তোমারই জন্য এনেছি পুষ্পক রথ,
নির্মাণ করেছি কবিতার মায়াকানন,
তোমারই স্পর্শে মুহূর্তে হয়ে উঠবে স্বর্ণালোকিত দেশ।
রাম যা দেয়নি তোমাকে
নিঃশর্তে দেব সেই সম্মান,
সারা সাজ্যে প্রতিসন্ধ্যায় বেজে উঠবে সীতায়নী গান।
অভিজাত রাম রই, নিম্নবর্গের অসিতাভ রাবণ,
যদি তুমি ভিক্ষে দাও
অন্য কোনো বাল্মীকি লিখবে অন্য রামায়ন...

আরণ্যক খাড়ি – ২
মধুমঙ্গল বিশ্বাস

বিরহ যাপিত হল পাতার পোশাকে। পাতাকে তখন
আমার সুদূরের পারাপার মন্য হয়। এই রম্য আসন্ন
সায়াহ্নে জানালায় জানালায় গোলাপের কাটিং। ফুল
উড়ে যাবে বনে বনে। মনে আর ঢেউ ওঠে না। জলে
আর তেলে তাবৎ বিশ্বের বেশরম চোখ। এ সময়ে
মনোরমা এলে হৃদয় মেলতে পারব কি?

সুদূরের পারাপারে পাতার আসবাবে কী তিহ্ন এঁকে
রাখি। শোনা যায় লক্ষ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে
ভেসে আসছে চন্দ্রাবলির নিবিড় আহ্বান। আমার
ভেতর থেকে কে বা কেউ বুঝি লবটুলিয়ায় যায় প্রতি
রাতে। সেখানে জ্যোৎস্নার ডানা মিহি মসলিন, সে –ডাক
উপেক্ষা করি স্পর্ধা কোথায়।

দেহপট সনে নট জ্যোৎস্নায় ভেজে। অঙ্কুল হবে না
জেনেই সম্ভাবনার মেঘে প্রতি রাতে এঁকে রাখি ভালোবাসা
নিবিড় আশ্লেষে। খাড়ির অসহ্য টানে আরণ্যক হয়ে উঠি...

কঠিন পাঠর
পঙ্কজ মন্ডল

হেঁটে যাচ্ছি, শুধু বালি, এই গরমের মধ্যে দিন
তাঁবু নেই আমাদের শুধু আছে একজোড়া জুতো
আর আছে শূন্য পাত্র, যাতে জল কীভাবে বিলীন,
যেতে হবে মৃত্যু-পথ ভেঙে পাহাড়ের অন্য পাড়ে।

যেই পাড়ে বেদুইন যত মেয়ে, তাদের মাথায় নীল ফিতে
নাকে ফুটোয় রক্তজবা ঝোলে, কানে হাড়ের গহনা
তারা কেউ অগ্নিশলা নিয়ে, কেউ বা ত্রিশূল নিয়ে নাচে
নাচ শেষ হলে, একটি পুরুষ বধ হবে, যার বুকে সমুদ্রের নুন।

শেষরাতে নেভা নেভা আলোয় মেতেছে বালির তুফান
আগুনের মেয়ে যারা, তারা খায় কার মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে
ঠোটের দুপাশে লম্বা রক্তের মোহনা, আগুন পারে না আর
নিস্তেজ নিথর দেহ বালির গভীরে, উঠে আছে শুধু কঠিন পাথর।